হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং সংস্কারসমূহ

ইউনিট ৫

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। পৃথিবীতে মহানবী (সা.) এর আগমনের মধ্য দিয়ে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ রুপ লাভ করে। আরব উপদ্বীপের কুরাইশ গোত্রে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, প্রতিভাবান এই সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে, যার হাত ধরে আরব সমাজের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর বিধান। গোত্রকলহের স্থান দখল করে ভ্রাতৃত্ববোধ, দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়ে সকল মানুষ সাম্যের কাতারে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সমাজ একদা কন্যা শিশুর জীবন্ত কবর রচনা করেছিল, সেই সমাজ নারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। নারীকে করে গৃহের সর্বময় কর্ত্রী। সমাজের স্তরে স্তরে আঁকড়ে থাকা সুদ প্রথা, লুটতরাজ, আর্থিক দুরবস্থাকে মহানবী (সা.) করেন বিদুরিত। সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে মহানবী (সা.) সকলকে নিয়ে সৃষ্টি করেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র যেখানে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। পরস্পর বিবাদমান গোত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে তিনি সমগ্র আরববাসীকে একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এই ইউনিটে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র, কৃতিত্ব এবং তাঁর আনীত সংস্কারসমূহ আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : মহানবী (সা.) এর চরিত্র ও জীবনাদর্শ
পাঠ-৫.২ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মীয় সংস্কার
পাঠ-৫.৩ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সামাজিক সংস্কার
পাঠ-৫.৪ : মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক সংস্কার
পাঠ-৫.৫ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অর্থনৈতিক সংস্কার
পাঠ-৫.৬ : জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)
পাঠ-৫.৭ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন

পাঠ-৫.১ মহানবী (সা.) এর চরিত্র ও জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর চরিত্র ও গুণাবলির বিবরণ দিতে পারবেন ও
- মহানবী (সা.) এর জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মূর্ত প্রতীক, আল-আমিন, আদর্শস্বরুপ, শান্তির দূত, জীবনচরিত, আত্মার বিশুদ্ধতা, স্নেহবঞ্চিত ও জীবনদর্শন**

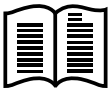

আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমানের মূর্ত প্রতীক ছিলেন মহানবী (সা.)। তিনি আল-আমিন (বিশ্বাসী) হিসেবে সকলের নিকট সুপরিচিত হন। তাঁর মাঝে ছিল না কোন ক্রোধ, হিংসা; ছিল শুধু ক্ষমা, করুণা আর স্নেহ। সততা, সাম্য আর সুবিচার ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।

চরিত্র :

মহানবী (সা.) পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যার জীবনচরিত সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট আদর্শস্বরুপ। তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। মাত্র ছয় বছর বয়সে পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত হয়ে, জীবনের প্রারম্ভ হতেই সকল প্রকার সৎ ও মানবিক গুণের অধিকারী হন। তিনি আল-আমিন (বিশ্বাসী) হিসেবে সকলের নিকট সুপরিচিত হন। তিনি ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক, সমাজ সংস্কারক, বীরযোদ্ধা ও সমরনিপুণ। সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন অসহায় ও মজলুমের ত্রাণকর্তা। তিনি বলেছেন, "শান্তি দেওয়ার জন্য আমার আগমন ঘটেনি, শান্তির দূত হিসেবে আমি প্রেরিত হয়েছি।" আত্মার বিশুদ্ধতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা আর পরোপকার ছিল মুহাম্মাদ (সা.) এর চরিত্রের সর্বব্যাপি দিক। তিনি ছিলেন নম্র ও সরল জীবনযাপনকারী। ইসলামের অনুশাসন আর মহান আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের চরম ও পরম আদর্শ। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। মানুষের মাঝে সাম্যের বাণী প্রতিষ্ঠা, সত্যের উপর ভিত্তি করে জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করা আর সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। তিনি পৃথিবীতে মানুষের জন্য ত্রাণকর্তারুপে আবির্ভূত হয়েছেন।

বিশ্বের রহমত স্বরূপ

মহানবী (সা.) এমন এক সময় পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, যখন সারা পৃথিবী জুলুম-অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতনে নিষ্পেষিত ছিল। তাই তিনি ছিলেন বিশ্বের রহমতস্বরূপ। সভ্যতা বিবর্জিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবজাতিকে ইসলাম ও তাওহীদের আলোয় আলোকিত করে সকল প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূর করেন। বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মহাপুরুষ।

আল্লাহতে আস্থা ও বিশ্বাস

মহানবী (সা.) এর চরিত্রের সর্বোৎকৃষ্ট ভিত্তি আল্লাহতে আস্থা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ সব সময় ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী থাকার কারণে ইসলামের চরম দুর্দিনেও তিনি আল্লাহতে বিশ্বাস হারাননি। দরিদ্র এতিম বালক অবস্থা হতে শুরু করে রাজ্য শাসকের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যেমন আরাম বিলাসিতায় গা ভাসাননি ঠিক তেমনি আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্যও অবচেতন মনেও ভুলে যাননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, তা পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন তিনি।

আল-আমিন উপাধি লাভ

মহানবী (সা.) নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বেই আরব সমাজে আমানতদার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আরব সমাজে সে সময় তাঁর বিশ্বস্থতার গুনে মুগ্ধ হয়ে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলে তাঁর নিকট তাদের ধন-সম্পদ, সোনা-দানা ও নগদ অর্থ গচ্ছিত

রাখতো। মহানবী (সা.) এ সকল গচ্ছিত সম্পদ চাহিবামাত্র তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত প্রদান করতেন। তাঁর এ সত্যনিষ্ঠার জন্য সকলের নিকট থেকে 'আল-আমিন' উপাধি প্রাপ্ত হন।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন

মহানবী (সা.) সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, লুটতরাজ, ব্যাভিচার, হত্যা ও কুসংস্কার দূরীভূত করে সেখানে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অসহায়দের সাহায্য করা, গোত্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধের পরিবর্তে সম্প্রীতি স্থাপন করে 'হিলফুল ফুযুল' বা শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে আরব যুবকদের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরও কখনো তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিলাসী হননি। আবার মদিনায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আরবের শাহানশাহ হয়েও সকল কাজ-কর্ম নিজের হাতেই করতেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি সরল, অনাড়ম্বর, নিরহংকার ও কর্তব্যপরায়ন ছিলেন অধিক প্রাচুর্যের মাঝে থেকেও।

বিনয়ী ও নম্রতা

বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, পরোপকারী মনোভাব ও কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দাস-দাসী ও অধীনস্থ লোকদের প্রতি তিনি কোনদিন রূঢ় ব্যবহার করেননি বা কটুবাক্য দ্বারা কষ্ট দেননি। তাঁর ঘোরতর শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন সহাস্য বদনে। শোকার্ত ও দুঃখ পীড়িত মানুষকে সমবেদনা প্রদর্শণের পাশাপাশি তাদের সাথে মানবোচিত আচরণ করতেন।

দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনাদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের সাথে কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা-বার্তা বলতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা কখনো বলতেন না। চলাফেরায় কখনো তাঁর মাঝে চঞ্চলতা কিংবা অলসতার ছাপ লক্ষ্য করা যায় না। খাদ্য-খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যে নজীর রেখে গিয়েছেন তা অতুলনীয়। তিনি কখনো পেট পূর্ণ করে খেতেন না। ক্ষুধা রেখেই খাওয়া শেষ করতেন। তিনি যেমন অতিরিক্ত খাবার খেতেন না ঠিক তেমনি কোন খাদ্য-খাবার অপচয় করতেন না। তাঁকে এক নি:শ্বাসে পানি পান করতে দেখা যায়নি। তিনি ধীরস্থিরভাবে পানি পান করতেন। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বিধায় সদা-সর্বদা পুত:পবিত্র থাকতেন। মার্জিত ও রুচিশীল পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। একটি অনুপম আদর্শ ও চরিত্রে যে সকল মহৎগুনের সমাবেশ থাকা উচিত, তার সবগুলোর সমাবেশ ঘটেছিল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে।

সারসংক্ষেপঃ

মানবজীবনের সকল প্রকার মহৎগুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে মহানবী (সা.) এর জীবনে। আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমানের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা আর সততাই ছিল তার জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র। তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আল আমিন, বিশ্বের জন্য আর্শীবাদস্বরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মহানবী (সা.) কত বছর বয়সে পিতা মাতাকে হারান?

ক) ৮ বছর খ) ৬ বছর

গ) ৫ বছর ঘ) ৯ বছর

২. সকল মুসলিম কেন মহানবী (সা.) এর জীবনদর্শন অনুসরণ করেন ?

ক) মহানবী (সা.) আমাদের নবী বলে

খ) মহানবী (সা.) এর নির্দেশিত পথই শ্রেষ্ঠ পথ

গ) অন্য মুসলিমকে অনুসরণ করে

ঘ) নিজের ইচ্ছায়

৩. মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করেন -

i) আল্লাহর বাণী

ii) ইসলামের অনুশাসন

iii) অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণ

নিচের কোনটি সঠিক-

ক) i, ii, iii খ) i, ii

গ) ii, iii ঘ) i, iii

৪. তিনি পৃথিবীতে মানুষের ত্রাণকর্তারুপে আবির্ভূত হয়েছেন। এখানে কার কথা বলা হয়েছে।

ক) হযরত উমর (রা.) খ) হযরত মুহাম্মদ (সা.)

গ) হযরত আবু বরক (রা.) ঘ) হযরত উসমান (রা.)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুজানার দাদা তাকে বলল যে, মহানবী (সা.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। মানব জীবনের সকল প্রকার মহৎ গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে মহানবী (সা.) এর জীবনে। সহজ-সরল জীবনযাপন করে তিনি এক অপূর্ব জীবনাদর্শের উদাহরণ রেখে গেছেন যা সবসময় অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

ক) কাকে 'আল আমীন' বলে ডাকা হতো ?

খ) মহানবী (সা.) কেমন জীবনযাপন করতেন তা ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) মহানবী (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করে আপনি কীভাবে সুন্দর জীবন গঠন করতে পারো লিখুন। ৩

ঘ) "সকল প্রকার মহৎ গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে মহানবী (সা.) এর জীবনে" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৫.২ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মীয় সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর ধর্মীয় ক্ষেত্রে কী কী সংস্কার এনেছেন, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মহানবী (সা.) এর ধর্মীয় সংস্কার ও শিক্ষা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**তাওহীদের বাণী, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, পৌত্তলিকতা, পরকালের জীবন ও ইসলামের স্তম্ভ**

মহানবী (সা.) ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক। তাঁর আবির্ভাবের সময় আরব ও বহির্বিশ্বে প্রকৃত ধর্ম বলতে কিছুই ছিল না। সর্বত্র দেব-দেবী, জড় ও প্রকৃতির পূঁজা হতো। ধর্মের নামে অধর্মের চর্চাই হতো বেশি। এমন এক ধর্মহীন সমাজে মহান আল্লাহর রহমত হিসেবে মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভূত হন ইসলামের শান্তির বাণী নিয়ে।

তাওহীদের বাণী প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি এক আল্লাহর বাণী প্রচার করেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান জানান, তিনি ঘোষণা করেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

পৌত্তলিকতার অবসান :

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরববাসী ছিল পৌত্তলিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তারা পবিত্র কাবাগৃহে ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা বিভিন্ন জড় পদার্থ ও প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাসনা করত। মুহাম্মদ (সা.) অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজে আল্লাহর একত্ববাদের কথা শোনান। তাদের মাঝে তাওহীদের (একেশ্বরবাদ) বীজ বপন করেন। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

আল্লাহ সকল ক্ষমতার অধিকারী- তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, রিজিকদাতা, আইনদাতা এই সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস মহানবী (সা.) প্রচার করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র আল্লাহ।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই।"

পরকালের ধারণা

ইসলাম পূর্ব যুগের আরবগণের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, পুনরুত্থান দিবস, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। মহানবী (সা.) তাদের মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করলেন। তিনি বললেন, এই দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর সকলের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের উপর ঈমান

মহানবী (সা.) পূর্ববর্তী নবী–রাসূলদের উপর ঈমান আনার আহবান জানান। তারা সকলেই এক আল্লাহর বাণী প্রচার করে গেছেন। তাই আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হলে পূর্ববর্তী নবী রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।

আল্লাহর ইবাদতে নিযুক্ত

মহানবী (সা.) মানব জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদতে নিযুক্ত হতে আহবান জানালেন। তিনি প্রচার করলেন যে, মহান আল্লাহ একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। জড় উপাসনা, পৌত্তলিকতা ও মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাস সমাজ হতে তিরোহিত করে তিনি এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানান।

শরীয়তের মূলনীতির শিক্ষা

মহানবী (সা.) ইসলামী শরীয়তের ৫টি প্রধান স্তম্ভ- ঈমান, সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে শিক্ষা দেন। শরীয়তের মূলনীতিকে তিনি বিশ্ববাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন। যা বিশ্ববাসীকে আলোর পথে চলতে সাহায্য করে।

সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত

মহানবী (সা.) আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি আহবান জানান। রমযানে ৩০ দিন রোযা রাখা, অবস্থা-সম্পন্নদের সঞ্চিত সম্পদকে পবিত্র করার জন্য যাকাত প্রদান ও সুস্থ সামর্থ্যবানকে হজ্জ করার প্রতি আহবান জানান। সালাত আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। সাওম বা রোযা জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করে, যাকাত সম্পদের পবিত্রতা বিধান করে এবং সমাজে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ঘোচাতে সাহায্য করে এবং হজ্জ মানুষের সকল পাপ হতে পবিত্র করে তোলে। মহানবী (সা.) মানব জাতির মাঝে শরীয়তের এই মৌলিক আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

কুরআন- হাদীস

মহানবী (সা.) মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য কুরআন ও হাদীসকে রেখে গেছেন। কুরআন আল্লাহর বাণী। অপর দিকে মহানবী (সা.) এর কথা, দৃষ্টান্ত ও মৌন সম্মতি নিয়ে হাদীস রচিত হয়েছে। এ দুটি গ্রন্থ মানবজাতির ইহকালীন জীবনের পথ নির্দেশক ও পারলৌকিক মুক্তির পাথেয়। যা মানব জাতিকে যুগে যুগে সঠিক পথে পরিচালিত করে চলেছে।

ইসলাম মানবজাতির জীবনদর্শন

মহানবী (সা.) ইসলামকে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এটিই হচ্ছে মানবজাতির একমাত্র মুক্তির সনদ। ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও দর্শন সব কিছুর পথ-নির্দেশের এক চূড়ান্ত দলিল হচ্ছে ইসলাম। যা মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

সারসংক্ষেপঃ

পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়জন ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে মহানবী (সা.) ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ধর্মকে মানুষের কল্যাণের সাথে সমন্বিত করেছেন। তার প্রচারিত ইসলাম ধর্ম ছিল মানব কল্যাণকামী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ধর্মের শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেছেন ও মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কাবাঘরে কয়টি মূর্তি ছিল ?
ক) ৬৩৫ টি ক) ৩০০ টি গ) ৩৬০ টি ঘ) ২৮৫ টি

২. আরববাসীরা ইসলামের বিরোধিতা করেছিল কারণ -
ক) ইসলাম শান্তির ধর্ম, তারা শান্তি পছন্দ করে না খ) ইসলামে মূর্তি পূঁজা নিষিদ্ধ, তারা মূর্তি পূঁজা করে
গ) ইসলামের আদর্শ তাদের স্বার্থ বিরোধী ঘ) ইসলাম সমতার কথা বলে, তারা সমতায় বিশ্বাস করে না।

৩. ইসলাম পূর্ব যুগে মানুষ ছিল -
i) মূর্তি উপাসক ii) জড় পূজারী iii) প্রকৃতি পূজারী
নিচের কোনটি সঠিক -
ক) i, খ) i, iii গ) i, ii, iii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আবির ফুলপুর এলাকার বাসিন্দা। সে চুরি-ডাকাতি, হত্যা-লুণ্ঠন প্রভৃতি অপকর্মে লিপ্ত ছিল। সে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ মানতো না। মসজিদের ইমাম তাকে ইসলামের সুমহান আদর্শের বাণী শোনালেন। মহানবী (সা.) এর নির্দেশিত জীবনচরিত গঠন করতে বললেন। আবির ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণ করে একজন খাঁটি মানুষে পরিণত হল এবং এলাকায় তার সুনাম বাড়ায়; সে বুঝতে পারল মাহনবী (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামই একমাত্র শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম।

ক) ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ? ১
খ) ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে আরবের ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল ? ২
গ) ইসলামের আদর্শের আলোকে তুমি কীভাবে সুন্দর জীবন গঠন করতে পারো লিখুন। ৩
ঘ) "ইসলাম মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে"- ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৫.৩ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সামাজিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) কর্তৃক সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মহানবী (সা.) কর্তৃক সামাজিক সংস্কারসমূহ বিবরণ দিতে পারবেন ও
- মহানবী (সা.) কর্তৃক আদর্শ সমাজের চিত্র অনুধাবন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ভ্রাতৃত্ববোধ, দাসপ্রথা, শিশু হত্যা, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও হিলফুল ফুযুল**

পৃথিবীতে যে কয়জন সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে, মহানবী (সা.) ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরিচালিত সমাজের ভিত্তি ছিল সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। সেখানে ছিল না কোন শ্রেণি ভেদাভেদ। মানবতার আদর্শে গঠিত সেই সমাজ ব্যবস্থায় ছিল পৃথিবীর যে কোন জাতির জন্য আদর্শস্বরুপ। তিনি সকল মানুষের মধ্যকার ভেদাভেদ ও বংশ-আভিজাত্যের গৌরব দূর করেন। এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সেই সমাজকাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল ন্যায়বিচার। তিনি সকল প্রকার অসামাজিক কর্মকাণ্ড দূর করেন। মদ্যপান, জুয়াখেলা, হত্যা, লুটতরাজ, কন্যাশিশু হত্যা, সুদ প্রথা ও নারীর প্রতি অমর্যাদা ইত্যাদি অন্যায় কাজ দূর করেন।

দাস প্রথার বিলোপ

ইসলামপূর্ব আরব সমাজে দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মহানবী (সা.) পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালনকারী। দাসদের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। তারা ছিল তাদের প্রভুর সম্পত্তি। দাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। তাদের সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করা হত। তাদের কোন অধিকার ছিল না। ছিল না কোন সামাজিক মর্যাদা। পণ্য দ্রব্যের ন্যায় তাদের বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হত। মহানবী (সা.) সমাজে দাসদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি তাদের মুক্তির প্রতি আহবান জানান। তিনি নিজে অসংখ্য দাসকে মুক্তি দিয়েছেন। মুসলিম সামরিক বাহিনীর অন্যতম একজন সেনাপতি ছিলেন ক্রীতদাস যায়িদ। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর সাহাবীগণও অসংখ্য দাসদের আযাদ করে দেন। হাবসী ক্রীতদাস বিলাল (রা.) কে হযরত আবু বকর (রা) মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

মহানবী (সা.) কর্তৃক অন্যতম সামাজিক সংস্কার ছিল সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। আরবের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা নিগৃহীত হতো। কন্যা সন্তানের পিতৃত্বকে আরবরা অভিশাপ হিসেবে মনে করত। নারীরা ছিল ভোগ-বিলাসের উপকরণ। তাদেরকে পণ্য-দ্রব্যের মত বেচা-কেনা করা হত। তাদেরকে পৈত্রিক সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হতো। সমাজে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন " মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত"। তিনি নারীকে পুরুষের সঙ্গিনী ও সহযাত্রী রুপে ঘোষণা করেন। তিনি নারীদের পৈতৃক ও স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে ঘোষণা করেন। মূলত মহানবী (সা.) এর একক প্রচেষ্টায় সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল। নারীরা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন।

সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীর ইতিহাসে মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করেন। যেখানে ছিল না বংশগত, জন্মগত কিংবা ভাষাগত পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের ভেদাভেদ। তিনিই ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পরের ভাই ভাই।

মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। এই আদর্শের ভিত্তিতে তিনি সমাজে মানুষের মধ্যকার বৈষম্য ও শ্রেণি ভেদাভেদ দূর করতে সক্ষম হন।

তাওহীদের আদর্শে সমাজ প্রতিষ্ঠা

সমাজে প্রচলিত নানা অনাচার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কারকে তিনি সমাজ হতে মূলোৎপাটন করেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা- এই আদর্শকে কেন্দ্র করে তিনি সকল সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত করেন।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি

মহানবী (সা.) সমাজে সাম্যের বাণী প্রতিষ্ঠা করে। সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মানবতাই ছিল তার সমাজ ব্যবস্থর মূল ভিত্তি, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত। মিথ্যা অহমিকা, বংশীয় আভিজাত্য ও কুল মর্যাদা সমাজ হতে তিরোহিত করেন। মানবতার মহান আদর্শে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

শান্তিময় সমাজ

প্রাক-ইসলামী যুগের আরব সমাজে সর্বদা গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকতো। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কারণে ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যেত যা বেশ কয়েক বছর ধরে নিরন্তর চলতে থাকত, রক্তপাত ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। মহানবী (সা.) মানব জাতিকে সংঘাত ও রক্তপাতহীন একটি সমাজ উপহার দেন। তিনি হিলফুল ফুযুল বা শান্তিসংঘ নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। হিজরতের পরে তিনি সকল জাতি-ধর্মের সমন্বয়ে মদীনা সনদ তৈরি করেন।

ভিক্ষাবৃত্তি ও অশ্লীলতা উচ্ছেদ

মহানবী (সা.) সমাজ হতে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে উৎসাহিত করেন। অনাচার, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, পাপাচার ও চরিত্রকে কলুষিত করে এমন সব কর্মকাণ্ডকে সমাজ হতে উচ্ছেদ করেন।

নিষ্কলুষ সমাজ গঠন

মহানবী (সা.) সমাজ হতে আর্থ-সামাজিক অন্যায়, প্রতারণা, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অসাধুতা ইত্যাদি দূরীভূত করেন। মানবকল্যাণকামী সুন্দর একটি সমাজ কাঠামো বির্নিমাণ করেন।

জ্ঞানার্জনে উৎসাহ

মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন যে, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয"। তিনি সমাজে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বকে সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, যারা জানে ও যারা জানে না,উভয়ে সমান নয়।

সারসংক্ষেপঃ

মুহাম্মদ (সা.) সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি সমাজকে ইসলামের আদর্শে একটি আলোকিত সমাজে রুপান্তরিত করেন। তিনি একত্ববাদ, সাম্য ও ভ্রাতত্বের বন্ধনে সমাজ গঠন করেন। নারী ও দাসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ হতে সংঘাত অনাচার, মিথ্যাচার দূরীভূত করেন। তাই তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দাসরা কার সম্পত্তি ছিল ?

ক) সমাজের উচ্চস্তরের
খ) মহানবী (সা.) এর
গ) প্রভুর
ঘ) কারো নয়

২. মহানবী (সা.) নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন -

ক) নারীদের বেশি পছন্দ করতেন বলে
খ) নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সমাজের অগ্রগতির জন্য
গ) নারীরা অধিকার দাবি করেছিল
ঘ) পুরুষরা নারীদের অধিকার দিতে চেয়েছিল

৩. মহানবী (সা.) নারীদেরকে নিম্নের কোন আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশের দাবীদার করেন -

i) স্বামী ও ভ্রাতা ii) পিতা ও ভ্রাতা
iii) স্বামী ও পিতা

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii খ) i, iii
গ) iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক মোঃ রফিকউদ্দিন শ্রেণিকক্ষে মহানবী (সা.) এর জীবনচরিত আলোচনা করেন। তার ছাত্র জহির মহানবী (সা.) এর সমাজ সংস্কার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন- মহানবী (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক যিনি অধঃপতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব সমাজের দাসপ্রথা, কন্যা শিশু হত্যা, নারীর প্রতি অবহেলা দূর করে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

ক) ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে? ১
খ) মহানবী (সা.) কীভাবে নারীর মর্যাদা দান করেন ? ২
গ) তোমার এলাকার একজন সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিন। ৩
ঘ) "মহানবী (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক"- ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৫.৪ মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক সংস্কারসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো।

	মুখ্য শব্দ	**আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, শাসনতন্ত্র, জিম্মী ও হুদাইবিয়ার সন্ধি**

মহানবী (সা.) তৎকালীন আরব সমাজে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তখন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছিল অসংখ্য গোত্রে-উপগোত্রে বিভক্ত। তাদের মধ্যে ছিল না কোন সম্প্রীতি। তাদের গোত্রপ্রীতি ছিল নিজের জীবন-অপেক্ষা মূল্যবান। তাই তাদের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। এরুপ শতাধিক বিচ্ছিন্ন আরব গোত্রকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে মহানবী (সা.) একটি সুশৃংখল আরব জাতি গঠন করেন। ইসলামের অনুশাসনের ভিত্তিতে একটি সুশৃংখল, শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র কায়েম করেন।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্র পরিচালনা ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে মহানবী (সা.) আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা। মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি, এই ভিত্তির উপর তিনি তার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

কুরআন-ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। এতে রাষ্ট্র, সমাজ, মানবজীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই কুরআন হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংবিধান। এই আদর্শের ভিত্তিতে তিনি তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

মদীনা সনদ

মদীনা সনদ প্রণয়ন ছিল মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটিই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। ৪৭ টি ধারা সম্বলিত এই সনদে ধর্ম–বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান এবং অধিকার ও কর্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মদীনা রাষ্ট্র গঠন

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) মদীনা সনদের উপর ভিত্তি করে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এটিই মদীনা রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত। একটি আধুনিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সকল উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এ রাষ্ট্রের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। মদীনা রাষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি আদর্শ উদাহরণ।

কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো

ইসলাম পূর্বযুগে আরবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। শাসনকাঠামো ছিল গোত্রতান্ত্রিক। প্রত্যেক গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের শাসনকাঠামো প্রচলিত ছিল। শায়খ ছিলেন গোত্রের প্রধান নেতা। মহানবী (সা.) গোত্রতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটান। মদীনা রাষ্ট্রে তিনি একটি কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো তৈরি করেন।

ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে মহানবী (সা.)

মদীনা রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মহানবী (সা.)। তিনি একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, সমরনেতা, বিচারক, ঈমাম, আইনদাতা ও আল্লাহর রাসূল। মসজিদে নববী ছিলো তার প্রধান কার্যালয়। এখান থেকে তিনি শাসন পরিচালনা করতেন।

পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র

মহানবী (সা.) পরামর্শ ছাড়া একক কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। তিনি তাঁর বিচক্ষণ ও জ্ঞানী সাহাবীদের সাথে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। শাসনকার্যে বোধ, বিবেচনা, বিবেককে অগ্রাধিকার দিতেন।

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ

মহানবী (সা.) গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সকল জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিক নিজ নিজ মৌলিক অধিকার ভোগ করতেন। ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, অভিজাত-বেদুইন সকলেই রাষ্ট্রে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো।

যিম্মিদের নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবসকারী অমুসলিম প্রজা বা যিম্মীগণ নিজ নিজ ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাদের জান-মালের হিফজত করেন। তারাও ছিলো ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃত নাগরিক।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সা.) এর শাসনকাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ন্যায়বিচার পেতেন। অপরাধী যেই হোক তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হতো।

গণতান্ত্রিক শাসকাঠামো

মহানবী (সা.) গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর বীজ বপন করেন। তিনি ছিলেন ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জনক। তাঁর শাসননীতি ছিল নিরপেক্ষ। যুদ্ধ সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। তিনি মক্কার কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপন করেন। মদীনার সকল ধর্ম, বর্ণের লোকের সাথে 'মদীনা সনদ' প্রণয়ন করেন। তিনি বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন ও সকলকে ক্ষমা করেন।

সারসংক্ষেপঃ

মহানবী (সা.) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আদর্শ রেখে গেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি ঐক্যের ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুসংহত রাষ্ট্র কাঠামো তৈরী করে গেছেন। জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা ও ধর্মীয় মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে গেছেন। তিনি গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো প্রবর্তন করে গেছেন যা সকলের জন্য অনুকরণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরব সমাজ ছিল-

ক) কেন্দ্রশাসিত খ) বিচ্ছিন্ন গ) গোত্রভিত্তিক ঘ) প্রজাতান্ত্রিক

২. মহানবী (সা.) মদীনা সনদ প্রণয়ন করেন-

ক) নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য খ) মদীনার জনগণ চেয়েছিল তাই

গ) শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ঘ) আর্থিক নিরাপত্তার জন্য

৩. তৌফিক সাহেব বললেন 'x' ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান। এই আদর্শের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) রাষ্ট্র পরিচলনা করেন। 'x' নিচের কোনটি ?

ক) কুরআন খ) আরবে প্রচলিত প্রথা গ) হাদীস ঘ) জনগণের ইচ্ছা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা আসিফের কোমল মনকে ভাবিয়ে তোলে। সে এ ব্যাপারে তার শিক্ষকের সাথে আলোচনা করলে শিক্ষক বলেন- হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই উত্তম রাষ্ট্র ব্যবস্থা। মদীনা সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হলে সকল রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ক) মদীনা সনদ কে প্রণয়ন করেন ? ১

খ) মহানবী (সা.) কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন ? ২

গ) বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণে মদীনা রাষ্ট্রে অনুসৃত ব্যবস্থার বর্ণনা কর। ৩

ঘ) "মহনবী (সা.) কি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?" তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

পাঠ-৫.৫ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অর্থনৈতিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কারের বর্ণনা দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, হারাম, সুদ, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, আল ফাই, আল-গানিমাহ, জিজিয়া, খারাজ, যাকাত ও সদকা**

একটি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুসংহত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আবশ্যক। মহানবী (সা.) তাঁর পরিচালিত মদীনা রাষ্ট্রে একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেন এবং সেই সাথে প্রাক ইসলামী যুগের প্রচলিত বিভিন্ন অর্থ উপার্জন পন্থায় সংস্কার আনয়ন করেন।

বৈধ উপার্জনের আহবান

মহানবী (সা.) বৈধভাবে উপার্জনের আহবান জানান। হালাল পথে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দেন। অর্থ উপার্জনে প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে হারাম বলে ঘোষণা করেন।

লুটতরাজ উচ্ছেদ

প্রাক-ইসলামী যুগে চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ করাই ছিল অধিকাংশের প্রধান জীবিকা। তিনি সমাজ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় ও লুটতরাজ উচ্ছেদ করে সমাজকে কলুষমুক্ত করেন।

সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

প্রাক-ইসলামী আরব সমাজে জঘন্য সুদ প্রথার প্রচলন ছিল। ঋনদাতা চড়া সুদ গ্রহণ করত। সুদ গ্রহীতা তা পরিশোধ করতে না পারলে তার সকল সহায় সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হত। এমনকি তার পরিবারের সদস্যদের কে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হত। মহানবী (সা.) এই জঘন্য প্রথাকে সমাজ হতে দূর করেন। তিনি সুদকে হারাম বলে ঘোষণা করেন।

প্রতারণা নিষিদ্ধ

মহানবী (সা.) অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রতারণা দ্বারা অর্থ আয়ের যাবতীয় উৎসকে বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন যে, "যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ

প্রাক-ইসলামী আরব সমাজে জুয়া ও মদের ব্যবসার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মহানবী (সা.) মদ ও জুয়া সমাজ ও রাষ্ট্র হতে নিষিদ্ধ করেন।

পুজিবাদের উৎখাত

মহানবী (সা.) পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উৎখাত করেন। তিনি সাম্যের ভিত্তিতে সমাজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জনকে তিনি হারাম ঘোষণা করেন। হক এবং হালাল পথে অর্থ উপর্জনে উৎসাহিত করেন।

যাকাত ও সদকা

সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান কমাতে মহানবী (সা.) ধনীদের উপর যাকাত ফরজ করেন। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে একদিকে যেমন গচ্ছিত সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা হয় অপরদিকে সমাজে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে। মহানবী (সা.) গরীব ও দুস্থদের মাঝে যাকাত ও সদকা প্রদানের নির্দেশ দেন। যাকাত প্রদান করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য আবশ্যিক। এই প্রসংগে পবিত্র কুরআনের ভাষা হচ্ছে "তোমরা সালাত আদায় কর ও যাকাত দাও।"

ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থার প্রণয়ন

মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মহানবী (সা.) ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এই রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল জনকল্যাণমুখী যা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করেছিল। মহানবী (সা.) ভিন্ন ভিন্ন রাজস্বের উৎস নির্ধারিত করেছিলেন -

- যাকাত : ধনী ও অবস্থাসম্পন্ন মুসলিমের উপর ফরয। সঞ্চিত উদ্বৃত্ত সম্পদের পরিমাণ যদি স্বর্ণের হিসেবে ৭.৫ তোলা ও রৌপ্যের হিসেবে ৫২.৫ তোলা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক।
- খারাজ : মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম কৃষকদের উপর রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ভূমিকর।
- জিযিয়া : মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিম্মি বা অমুসলিমদের নিকট হতে প্রাপ্ত সামরিক বা নিরাপত্তা কর।
- আল-গানিমাহ : যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি, যার একভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত এবং চারভাগ যুদ্ধের সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করা হত।
- আল ফাই : রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্পত্তি যেমন: পতিত জমি, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি, অরণ্য হতে যে অর্থের আগমন ঘটত, সেই অর্থ রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয় করা হত। এই উৎসটি আল ফাই নামে পরিচিত।

সারসংক্ষেপ:

মহানবী (সা.) প্রাক ইসলামী যুগের নানাবিধ অর্থনৈতিক অনাচার সমাজ হতে দূর করেন । তিনি বৈধভবে অর্থ উপার্জনে উৎসাহিত করেন। বিভিন্ন প্রকার পরিমিত রাজস্ব উৎসের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন্ ধরনের সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করতে হয়?

ক) ধারকৃত সম্পদ খ) মোট অর্জিত সম্পদ
গ) সঞ্চিত উদ্বৃত্ত সম্পদ ঘ) অন্যের রক্ষিত সম্পদ

২. মহানবী (সা.) যাকাত বাধ্যতামূলক করেন-

ক) নিজে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য খ) বিত্তবানদের উচিত শিক্ষা দিতে।
গ) জনগণ যাকাত দিতে চেয়েছিল ঘ) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য

৩. মহানবী (সা.) এর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সংস্কার-

i) যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করা ii) জিযিয়া কর
iii) খারাজ কর

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, iii খ) ii, iii গ) i ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শুক্রবারে জুমুআর খুতবায় ইমাম সাহেব মহানবী (সা.) এর সময়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলি বর্ণনা করেন। তিনি আফসোস করে বলেন- প্রত্যেক মুসলমান, যাদের উপর যাকাত ফরয তারা যদি যাকাত শোধ করত এবং ইসলামী বিধি মোতাবেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা হতো তাহলে কোন রাষ্ট্রে অভাব অনটন থাকতো না।

ক) যাকাত কোন ধরনের ইবাদত ? ১
খ) কোন মুসলিম কখন যাকাত পরিশোধ করবে ? ২
গ) মহানবী (সা.) এর রাজস্বের উৎসগুলো আলোচনা করুন ? ৩
ঘ) "মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন" ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৫.৬ জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এক জাতি গঠনে মুহাম্মদ (সা.) এর পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতির ঐক্য সাধনে মহানবী (সা.) এর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**প্রজ্ঞা, শ্রেষ্ঠ সংগঠক, বংশ মর্যাদা, বিশ্বজনীন, হিজরত ও গণতন্ত্রের সূচনাকারী**

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগঠক। পৃথিবীর সবচেয়ে বিশৃংখল জাতিকে তিনি একই আদর্শের ছায়াতলে এনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জাতি গঠনে তার বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১) সুশৃংখল জাতিতে পরিণতকরণ : ইসলামের পূর্বে আরব জাতি ছিল বিশৃংখল, গোত্রে-উপগোত্রে বিভক্ত। তাদের মধ্যে ছিল না পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ঐক্য। তিনি সকল বাধাকে অতিক্রম করে শত বিচ্ছিন্ন জাতিকে একটি সুসংবদ্ধ সুশৃংখল জাতিতে পরিণত করেছিলেন।

২) একই আদর্শে একীভূতকরণ : আরব সমাজে রক্তের মর্যাদার মাধ্যমে সমাজ গঠিত হত। বংশ মর্যাদা, আভিজত্য ছিল তাদের সমাজের ভিত্তি। কিন্তু মহানবী (সা.) একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতিকে গড়ে তোলেন। মূলত আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের এটাই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা।

৩) বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা : মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের আদর্শের অনুসারে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, সীমারেখা, দেশ, কাল, বর্ণ, ভাষা, গোত্র ইত্যাদি পেরিয়ে সার্বজনীন একক মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪)মানবতাবোধের উন্মেষ : মহানবী (সা.) আরবের গোত্রপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। গোত্র কিংবা রক্তের ভিত্তিতে নয় বরং মানবতার আদর্শে তিনি জাতি গঠন করেন। যেখানে মানুষের কল্যাণকামিতাই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল ভিত্তি।

৫) সমন্বিত জাতি গঠন : মহানবী (সা.) ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, আনসার, মুহাজিরদের সমন্বয়ে মদীনা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন যেখানে সকলের সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত ছিল। অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

৬) মদীনা সনদ : একক জাতি গঠনে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল মদীনা সনদ। হিজরতের কিছুদনি পরেই মহানবী সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণের অধিকার সম্বলিত 'মদীনা সনদ' প্রদান করেন। এতে ৪৭ টি ধারা ছিল। এই ৪৭ টি ধারার মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেকের অধিকার, কর্তব্য, জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মুহাম্মদ (সা.) সকলের সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করেন।

৭) পররাষ্ট্রনীতি : পররাষ্ট্রের প্রতি মুহাম্মদ (সা.) শান্তি ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার দূত বিনিময় করেন, ইসলামের প্রতি আহবান জানান। তিনি রোমান ও পারস্য সম্রাটের নিকট ইসলামের বাণী প্রেরণ করেন।

৮) নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা : প্রাক-ইসলামী যুগের আরব সমাজে কোন রাজনৈতিক ঐক্য বা রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না। সমাজ ও মানুষের জীবন আবর্তিত হতো গোত্রতন্ত্র বা শায়খতন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু মহানবী (সা.) মদীনা সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করেন। তিনি সকল মানুষের অংশগ্রহণে একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ছিলেন সেই শিশু রাষ্ট্রের জনক।

৯) সংবিধান প্রণেতা : মহানবী (সা.) ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সংবিধান প্রণেতা। তাঁর রচিত 'মদীনা সনদ' পৃথিবীর ইতিহাসে রচিত প্রথম সংবিধান। ঐতিহাসিকগণ এই প্রসঙ্গে বলেন, "বিশ্বনবী (সা.) একাধারে ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন।"

১০) গণতন্ত্রের সূচনাকারী : মহানবী (সা.) এর রচিত শাসনব্যবস্থা ছিল গণতেন্ত্রর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মতামতকে গ্রহণ করেছেন। পারস্পরিক ভেদাভেদ ও বিদ্বেষকে দূর করে করেছেন, বহুধা বিভক্ত জাতিকে একই রাষ্ট্রে বসবাস করার উপযোগী করে গড়ে তুলেন। এভাবে তিনি গণতন্ত্রের বীজ বপন করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

সারসংক্ষেপঃ

মহানবী (সা.) ছিলেন একটি জাতির প্রতিষ্ঠাতা । তিনি বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র, বর্ণে বিভক্ত বিশৃংখল একটি জাতিকে সাম্য, মৈত্রী ও গণতন্ত্রের আদর্শে একীভূত করেছেন। তিনি ছিলেন মদীনা রাষ্ট্রের সংগঠক ও সর্বাধিনায়ক। তিনি বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি ও রাষ্ট্র গঠন করেন। যেখানে সকল বৈষম্য ও ভেদাভেদ দূর করে সকলকে একই আদর্শ ও চেতনায় আবদ্ধ করতে সক্ষম হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মহানবী (সা.) কত সালে বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করেন ?

ক) ৫২৮ সালে খ) ৬৩০ সালে গ) ৫৭০ সালে ঘ) ৬২৮ সালে

২. মহানবী (সা.) বিদেশে দূত প্রেরণ করেছিলেন -

ক) যুদ্ধের কথা জানান দিতে খ) আর্থিক সাহায্যের জন্য

গ) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ঘ) কোনটিই নয়

৩. মহানবী (সা.) ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন -

i) ইহুদীদের ii) হিন্দুদের iii) খ্রিস্টানদের

নিচের কোনটি সঠিক

ক) ii, iii খ) i, ii গ) i, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ইসলাম বিষয়ক সেমিনারে একজন বক্তা মহানবী (সা.) এর জীবনী আলোচনার সময় বললেন, মহানবী (সা.) একজন সফল জাতি গঠনকারী ছিলেন। তিনি মদীনায় সকল ধর্মের সমন্বয়ে অভিন্ন জাতি গঠন করেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ক) মহানবী (সা.) কোথায় রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন? ১

খ) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মহানবী (সা.) এর আচরণ কেমন ছিল? ২

গ) 'মহানবী (সা.) বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত' বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রদর্শিত পথ কি অনুসরণ করা উচিত? যুক্তি দিন? ৩

ঘ) "মহানবী (সা.) একজন সফল জাতিগঠনকারী ছিলেন" উক্তিটি মূল্যায়ণ করুন। ৪

পাঠ-৫.৭ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর কৃতিত্ব সম্পর্কে জানবেন।
- মহানবী (সা.) এর কৃতিত্ব সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**পৌত্তলিকতা, সম্প্রীতি স্থাপন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রনায়ক, আনসার ও মুহাজির**

মহানবী (সা.) ছিলেন সমগ্র বিশ্বের মাঝে এক নজিরবিহীন কীর্তিমান পুরুষ। তিনি ছিলেন আল্লাহর ঐশীবাণীর বাহক। তিনি যুগ-যুগান্তরে আরব সমাজের পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিয়ে ইসলামের সুমহান বাণী প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজ সংস্কারক

গোত্র প্রথায় আবর্তিত সমাজে তিনি গোত্র কলহ দূর করেন। সকল গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেন। সমাজ হতে ব্যাভিচার, দাস প্রথা, লুণ্ঠন, নৈরাজ্য দূর করেন। সমাজে নারীকে তার অধিকার ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার করেন। তিনি সমাজে দাসদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজনৈতিক সংস্কার

তিনি মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের (ইহুদী, খ্রিষ্টান, মুসলিম) অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত মদীনা সনদ প্রদান করেন যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি সকলকে নিয়ে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। তিনি ধর্মভিত্তিক মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিভক্ত আরবদের নিয়ে একটি সুসংহত আরব জাতি গঠন করেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

সমাজের নাজুক অর্থনীতিকে পিছনে ফেলে তিনি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। সুদ প্রথা, লুটতরাজ ও ঘুষ নিষিদ্ধ করেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা (যাকাত, খারাজ, জিজিয়া, আল ফাই, গানীমাহ) প্রণয়ন করেন। এভাবে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়।

আরব জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা

তিনি গোত্রে উপগোত্রে বিভক্ত মরুবাসী আরব বেদুইনদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী আরব জাতি প্রতিষ্ঠা করেন। আরব জাতীয়তাবোধকে তিনি সকল বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরেন। তিনি সমগ্র আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন।

আদর্শ নেতা

মহানবী (সা.) ছিলেন একন সফলতম রাষ্ট্রনায়ক, সমরবিশারদ আর বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারী, কঠোর পরিশ্রমী ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তিনি অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি জাতিকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম হন।

ধর্ম সংস্কারক

মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক। তিনি পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিয়ে ইসলামের মূলনীতির উপর সমাজ পরিচালিত করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। তিনি আল্লাহর একত্ববাদকে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত

মহানবী (সা.) পরস্পর বিচ্ছিন্ন আরব জাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে ভ্রাতৃত্বপ্রেম সকলের মধ্যে জাগ্রত করেন। মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধনের সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। মহানবী (সা.) ছিলেন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। তিনি বিশ্বে শান্তির বাণী প্রচারের জন্য প্রেরিত হন। তিনি পরধর্মের প্রতি ছিলেন সহিষ্ণু, পররাষ্ট্রের প্রতি তাঁর বাণী ছিল শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের। বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের জন্য তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাঁর দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মানুষের মাঝে ভেদাভেদ দূর করেন।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করণ

মহানবী (সা.) কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ করেননি, তিনি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল শ্রেণির মানুষকে একাত্মবোধে আবদ্ধ করেন ও মহান আদর্শ, উদ্দেশ্য ও গন্তব্যের পথে পরিচালিত করেন। এই ভাবে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই প্রসংগে P. K. Hitti বলেন, æOut of the religious community of al-Madinah the later and larger state of Islam arose."

ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সা.) মুসলিম অমুসলিম এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি জাতি গঠন করেন। মদীনা রাষ্ট্রে তিনি সকলের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে শক্তিশালী-ইসলামী প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করেন।

গণতন্ত্রের বীজ বপনকারী

মহানবী (সা.) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি সকল ক্ষেত্রেই ছিলেন গণতন্ত্রমনা। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের বীজ বপন করেন।

সারসংক্ষেপঃ

যুগে যুগে মহান আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব-মানবকে পথ প্রদর্শনের জন্য যে সকল মহাপুরুষদের পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে একমাত্র মহানবী (সা.) তাঁর কাজে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছেন। তিনি সর্বশেষ রাসূল হয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে কীর্তি লাভ করেছেন। *Encyclopedia Britannica* – তে বলা হয়েছে, æof all the religious personalities of the world Muhammad was the most successful."

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মদীনা রাষ্ট্র ছিল-

ক) বর্বরতাপূর্ণ খ) ধর্মভিত্তিক

গ) স্বৈরতান্ত্রিক ঘ) ধনতান্ত্রিক

২. "মহানবী (সা.) একজন সফলতম রাষ্ট্রনায়ক" কারণ-

ক) তিনি দীর্ঘ দিন রাষ্ট্র শাসন করেন খ) গণতান্ত্রিক মদীনা রাষ্ট্র গঠন করেন

গ) নিয়মিত রাজনীতি চর্চা করেন ঘ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন

৩. তিনি ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক, অর্থনৈতিক সংস্কারক ও বিশ্ব শান্তির দূত। উদ্দীপকে কার কথা বলা হয়েছে?

ক) হযরত মুসা (আ.) খ) হযরত মুহাম্মদ (সা.)

গ) হযরত ঈসা (আ.) ঘ) হযরত আদম (আ.)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-

বাংলা ২য় পরীক্ষার উত্তরপত্রে আযমী তার "প্রিয় ব্যক্তি" রচনায় মহানবী (সা.) সম্পর্কে বর্ণনা করল। তাঁর জীবনচরিত আলোচনা ও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব উক্ত রচনায় সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

ক) মদীনায় কোন্ কোন্ ধর্মাবলম্বীরা ছিল? ১

খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এর কৃতিত্ব লিখুন? ২

গ) তোমার প্রিয় ব্যক্তির কৃতিত্ব আলোচনা করুন। ৩

ঘ) "মহানবী (সা.) ছিলেন সফলতম রাষ্ট্রনায়ক "- ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১	১. (গ)	২. (ক)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২	১. (গ)	২. (গ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩	১. (গ)	২. (খ)	৩.(গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪	১. (গ)	২. (গ)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫	১. (গ)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬	১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭	১. (গ)	২. (ক)	৩. (ঘ)